بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

খন্দকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আজ আমি খন্দকের যুদ্ধ অথবা যাকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে তার বিষয়ে বর্ণনা করব। এই যুদ্ধ ৫ হিজরী তদনুযায়ী ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

এর পর হুযূর আনোয়ার সূরা আহযাবের ১০-২৬ নং আয়াত তেলাওয়াত করে এর অনুবাদ পাঠ করেন। তিনি এ যুদ্ধের নামকরণের বিষয়ে বলেন, এ যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে, কেননা এতে প্রথমবারের মত আরবের প্রচলিত রীতি বহির্ভূতভাবে খন্দক বা পরিখা খনন করে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে আহযাব নামকরণের কারণ হলো, আহযাব 'হিযব' শব্দের বহুবচন আর হিযব অর্থ হলো, দল বা জাতি। যেহেতু আরবের বিভিন্ন ধর্মও জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাই এটিকে **আহযাবের যুদ্ধ** বলা হয়ে থাকে।

এ যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, চতুর্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে ইহুদীদের বনু নযীর গোত্রকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা সেখান থেকে খায়বার

নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়, এই জায়গাটি পুরো আরববিশ্বে ইহুদীদের কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। এর ঠিক চার মাস পর ইহুদী নেতারা মহানবী (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে এক চরম ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে। তারা মক্কাবাসীদের কাছে যায় এবং তাদেরকে এ পরামর্শ দেয় যে, আমাদের সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত। এটি শুনে মক্কার নেতারা তাদেরকে সাধুবাদ জানায় এবং বলে, যারা আমাদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে তারাই হলো সবার মাঝে আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এরূপ আলোচনার পর কাবা শরীফের গিলাফ ধরে তাদের পঞ্চাশজন সদস্য এবং উপস্থিত ইহুদী নেতারা কসম খেয়ে এ অঙ্গীকার করে যে, মুসলমানদের নির্মূল করতে পরস্পরকে তারা সাহায্য করবে।

এরপর তারা অন্যান্য গোত্রের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রথমে বনু গাতফান গোত্রের কাছে যায়, যারা পূর্ব থেকেই মুসলমান বিদ্বেষী ছিল। তারাও তাদেরকে সাহায্য করতে সম্মতি জানায় এবং এ যুদ্ধে নিজেদের পক্ষ থেকে ৬০০০ সৈন্য প্রদান করতে সম্মত হয়। অতঃপর তারা বনু সোলায়েম, বনু ফাজারা, বনু আসাদ গোত্রগুলোর কাছে যায় যারা আগে থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ইচ্ছা রাখত; তাই তারাও ইহুদীদের সাহায্য করতে ঐক্যমত হয়। এভাবে উপরোক্ত সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনায় আক্রমণ করার গভীর ষড়যন্ত্র করে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এক দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আরবের সকল শক্তিশালী গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। এর মাঝে মক্কা এবং এর আশেপাশের গোত্রগুলোও ছিল, নজদ এবং মদীনার উত্তরাঞ্চলের গোত্রগুলোও ছিল এবং ইহুদীরা তো ছিলই। তারা এ অঙ্গীকার করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে ধ্বংস না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফেরত আসব না। এভাবে তারা একটি বিরাট শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ অভিযানে কুরাইশরা ৪০০০ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করে যাদের নেতৃতে ছিল আবু সুফিয়ান বিন আল্হারব। তাদের সাথে ৩০০টি ঘোড়া এবং ১৫০০টি উট ছিল। বনু সোলায়েমের ৭০০জন সদস্য কুরাইশদের সাথে এসে মিলিত হয় যাদের নেতৃত্বে ছিল সুফিয়ান বিন আবদে শাম্স। এছাড়া বনু আসাদ গোত্র তোলায়াহা বিন খুওয়াইলিদের নেতৃত্বে যাত্রা করে। অনুরূপভাবে বনু ফাজারা গোত্রের ১০০০ সৈন্য এসে যোগ দেয়, যাদের নেতৃত্বে ছিল উয়াইনিয়া। অধিকন্তু বনু আশজাআ এবং বনু মাররার প্রত্যেক গোত্র থেকে ৪০০জন করে সৈন্য এই যুদ্ধাভিযানে যোগদান করে। এদিকে বনু গাতফানের পক্ষ থেকে ৬০০০ হাজার সৈন্যের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং ইহুদীদের ২০০০ রিজার্ভ ফোর্স ছিল। এভাবে বিভিন্ন গোত্রের সর্বমোট সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় কমপক্ষে দশ হাজার। অন্যান্য বর্ণনানুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল ২৪০০০ পর্যন্ত। সকল দলের সেনাপতি বা সর্বাধিনায়ক ছিল আবু সুফিয়ান। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে আরবে কোনো যুদ্ধে এত বড় সৈন্যদল অংশগ্রহণ করে নি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, বিভিন্ন ঐতিহাসিক এ যুদ্ধের সৈন্যবাহিনী ১০০০০ থেকে ২৪০০০ পর্যন্ত বর্ণনা করেছে, কিন্তু সমস্ত আরবের সম্মিলিত সংখ্যা কেবল ১০০০০ হতে পারে না। এর চেয়ে ২৪০০০ সৈন্যের বক্তব্যটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। এটি না হলেও সৈন্যের সংখ্যা ১৮০০০-২০০০০ অবশ্যই হবে। অন্যদিকে মদীনার মুসলমানরা আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই মিলে ৩০০০ হবে।

এ সৈন্যবাহিনীর যাত্রার সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে এ পরামর্শ আহ্বান করেন যে, আমরা কি মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের প্রতিহত করব নাকি মদীনার অভ্যন্তরে থেকে প্রতিহত করব? সাহাবীরা সৈন্যদলের সংখ্যা এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মদীনার অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করার পরামর্শ প্রদান করেন, তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রণকৌশল কী হবে সে সম্পর্কে সেখানে উপস্থিত পারসিক সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.) পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, তার দেশে খন্দক বা পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয় যাতে অশ্বারোহীরা এগুলো অতিক্রম করে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। কতক বর্ণনানুযায়ী এটি শুধু সালমান ফার্সীর পরামর্শ মোতাবেকই ছিল না, বরং আল্লাহ্ তা'লা ইলহামযোগে মহানবী (সা.)-কে এ রীতি সম্পর্কে অবগত করেছিলেন।

যাহোক, এরপর খন্দক খনন করা হয়। শত্রুরা মদীনার কাছে এসে হঠাৎ ৫ কি.মি. দীর্ঘ ৮-৯ ফুট গভীর ও প্রশস্ত খন্দক দেখে হতবাক হয়ে যায়। এটি এতটাই গভীর ও চওড়া ছিল যে, ঘোড়া পরিখা পার হতে পারছিল না। তাই প্রচন্ড ক্রোধ, অসহায়ত্ব এবং অহংবোধ নিয়ে আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-কে একটি পত্র প্রেরণ করে যাতে সে লাত, উযযা প্রভৃতি প্রতিমার কসম খেয়ে লেখে, আমরা তোমাদের নামচিহ্ন মুছে ফেলতে এসেছিলাম আর এখন দেখি তোমরা আমাদের ভয় পাচ্ছ এবং নিজেদের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে আমাদের হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করছ। আমি যদি জানতে পারতাম, তোমরা কীভাবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছ! আর যদি আমরা ফেরতও চলে যাই তথাপি স্মরণ রেখো! তোমাদের সাথে আরো একবার আমরা উহুদের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করব, যখন তোমাদের নারীদেরও হত্যা করা হবে।

মহানবী (সা.) উক্ত পত্রের উত্তরে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাদেরকে বলেন, আমি জানি যে, তোমরা খোদা তা'লার বিরুদ্ধে অহংকারে লিপ্ত আর তোমরা যে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনায় আক্রমণের কথা বলেছ যদ্বারা তোমরা আমাদের নামচিহ্ন মুছে ফেলতে চাও, জেনে রেখো! আল্লাহ্ তা'লার তকদীর তোমাদের নোংরা প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তিনি এরূপ মীমাংসা করবেন যে, তোমরা লাত ও উযযার নাম নিতেও ভুলে যাবে। আর খন্দক খননের বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞেস করেছ যে, কে আমাকে এটি জানিয়েছে? এর উত্তর হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইলহামযোগে এটি জানিয়েছেন। শোনো! পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেই সফলতা দান করবেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন, মহানবী (সা.) এর এই পত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে হযরত সলমান ফারসী (রা.) হয়ত পরামর্শ দিয়েছিলেন, তবে এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশনার আলোকেই নিয়ে থাকবেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ ঘটনার বিস্তারিত আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

খুতবার শেষদিকে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমানে পাকিস্তানের আহমদীদেরকে বিশেষভাবে দোয়ায় স্মরণ রাখুন।পাকিস্তানের আহমদীরা নিজেরাও দোয়া এবং সাদকার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সুরক্ষা করুন এবং বিরোধীদের দুষ্কৃতি থেকে তাদের রক্ষা করুন এবং দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের মুখে ছুড়ে মারুন।

আর সাধারণভাবে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি অনুকুল হওয়ার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে সকল প্রকার নৈরাজ্য ও অরাজকতা থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

6 September 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat